সংসার সুখের আশায় সৌদিতে গিয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন ফজলুল

পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরানোর আশায় প্রবাসে গিয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সৌদি আরবে মারা গেছেন আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বন্ডবিল উত্তরপাড়ার ফজলুল হক ওরফে ফজা (৪৭)।

গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে সৌদি আরবের আল কাসিম প্রদেশের রোবাইদা শহরে কর্মস্থলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ফজলুল হক। সহকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। কিছুক্ষণ পরই চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিকেলের দিকে মৃত্যুর খবরটি আলমডাঙ্গায় পৌঁছালে পরিবার ও স্বজনদের মাঝে নেমে আসে শোকের মাতম।

ফজলুল হক আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বন্ডবিল উত্তরপাড়ার দাউদ আলীর ছেলে। জীবনের প্রায় অর্ধেক সময়ই কেটেছে তার প্রবাসজীবনে। পরিবারকে ভালো রাখতে, সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়তে বিদেশের মাটিতে দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন তিনি। সর্বশেষ প্রায় তিন থেকে চার বছর আগে ছুটিতে দেশে এসেছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে থেকেই তিনি বুকের বাম পাশে ব্যথা অনুভব করছিলেন। বিষয়টি অবহেলা না করে তিনি সৌদি আরবে চিকিৎসকের কাছে যান এবং নিয়মিত ওষুধ সেবন করছিলেন। তারপর থেকে ভালোই ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে স্বাভাবিকভাবেই কাজে যোগ দেন। কর্মস্থলে কাজ করার একপর্যায়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যায়। ধারণা করা হচ্ছে স্ট্রোক বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়।

মৃত ফজলুল হক এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। তার ছেলে শাওন (২২) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মেয়েটি বিবাহিত। বাড়িতে রয়েছেন তার বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী ও প্রতিবন্ধী ছেলে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ফলে তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি গভীর অনিশ্চয়তা ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে।

ফজলুল হকের জামাই শাহিন আলম জানান, প্রতিদিনই শ্বশুরের সঙ্গে তার মোবাইল ফোনে কথা হতো। মৃত্যুর আগের রাতেও তাদের কথা হয়েছে। তিনি বলেন, শ্বশুর কয়েক দিন ধরে বুকে ব্যথা অনুভব করছিলেন। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাচ্ছিলেন। হঠাৎ এমন খবর আমাদের জন্য মেনে নেওয়া খুব কষ্টের। ফজলুল হকের মরদেহ দ্রুত দেশে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

প্রবাসে জীবনের সবটুকু উজাড় করে দেওয়া এই শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যুতে এলাকাবাসী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

দর্শনায় গলায় ট্যাবলেট আটকে মারা গেল ৫ বছরের শিশু

দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নে গলায় ট্যাবলেট আটকে রোকসানা আক্তার নামের পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার ধান্যঘরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

রোকসানা উপজেলার দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের টুটুল হোসেনের মেয়ে।

শিশুটির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় মঙ্গলবার রাতে রোকসানাকে ট্যাবলেট সেবন করাচ্ছিলেন তার মা। ট্যাবলেটের দুই ভাগের এক ভাগ পানি দিয়ে খাওয়াতে গেলে সেটি শিশুটির গলায় আটকে যায়। এতে অবস্থার অবনতি হলে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন পরিবারের সদস্যরা। এ সময় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ মো. ফরহাদ হোসেন শিশুটির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

[redacted]; [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

স্ত্রী কাজল রেখা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “ছেলে দুইটার জন্যই উনি গেছেন। কিছুদিন কামাই করে ফিরে আসবেন বলছিলেন। আজ লাশ হয়ে ফিরলেন আমার মানুষটা”।

মৃত্যুর প্রায় ৪০ দিন পর মুকুল হোসেনের মরদেহ দেশে পৌঁছে। স্বজনদের চোখে তখন শুধু কান্না আর অনন্ত অপেক্ষার পরিসমাপ্তি। মুকুল হোসেনের বড় ভাই আরিফুল ইসলাম বলেন, “প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবার আমরাই দ্রুত মরদেহ হাতে পেয়েছি। সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। তবে, এত দীর্ঘ সময় লাগলো, এই কষ্ট কোনো পরিবারের কাম্য নয়।”

প্রবাসে কর্মরত হাজারো শ্রমিকের মতোই মুকুল হোসেনও ছিলেন একজন স্বপ্নবাজ বাবা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন থেমে গেছে এক পরিবারের ভরসা, তেমনি প্রশ্ন উঠেছে প্রবাসে কর্মজীবী শ্রমিকদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও দ্রুত মরদেহ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা আরও দ্রুততর করা যায় কিনা।

তামিম আর হামিম এখনো জানে না, তাদের বাবা আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। রেখে গেলেন শুধু এক বুক স্বপ্ন, ভাঙা একটি ভবিষ্যৎ আর স্ত্রীর চোখের শুকিয়ে না যাওয়া জল।

কোটচাঁদপুরে ভুল চিকিৎসায় মারা গেলো কৃষকের গরু

স্যালাইন দিয়ে গরু মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে পশু চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন ও নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে গত সোমবার কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছেন ভুক্তভোগী জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়ার কারিগর পাড়ার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। পেশায় তিনি কৃষক। কৃষি কাজের পাশাপাশি

গরুও পালন করেন বাবু। গত ৯ মে রাতে তাঁর গরু অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি পাশের গ্রামের পশু চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেনকে ডাকেন। সাজ্জাদ হোসেন রাতে এসে চিকিৎসা দিলে গরু সুস্থ্য হয়ে যায়।

এরপর গত শনিবার ১০ মে সকালে গরুকে আরো কিছু চিকিৎসা দেয়ার জন্য নাজিম উদ্দীন নামের আরেক পল্লী চিকিৎসক কে সাথে করে ওইবাড়িতে আসেন সাজ্জাদ হোসেন। এরপর চিকিৎসা দেন গরুটিকে। এর কিছুক্ষন পর মারা যায় গরুটি। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান ওই দুই চিকিৎসক। ফেলে যান তাদের বহনকারী মটর সাইকেল এমনটাই দাবি করেন ভুক্তভোগী জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। তিনি বলেন, গরু অসুস্থ্য হলে প্রথম দিন রাতে ওই চিকিৎসককে আমি ডেকে ছিলাম। চিকিৎসা দেয়ার গরু ভাল ছিল। গত শনিবার সকালে সাজ্জাদ ও নাজিম নামের দুই জন এসে গরুর চার পা বেঁধে স্যালাইন দেন। এ ছাড়া ওই স্যালিানের মধ্যে দেন আরো কিছু ইনজেকশন।

এর কিছুক্ষন পর মারা যান আমার গরুটি। তিনি ওই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করেছেন। এর অনুলিপি দিয়েছেন উপজেলা প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা বরাবর। এতে করে ওই চাষি ৮০ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন আবেদনে।

পশুচিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন বলেন,গরুটি গরমে স্ট্রোক করেছিল। ওইদিন রাতে চিকিৎসা দেওয়ার পর একটু সুস্থ্য হয়েছিল। পরের দিন গরুর মালিক ডাকেন গরু দূর্বল। সে কারনে আরো কিছু ওষুধ দেয়ার জন্য। এ কারনে গরুটিকে স্যালাইন দেবার জন্য আরেকজনকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর স্যালাইন দেবার পর গরুটি আবারও স্ট্রোক করে,মারা যায়। এ সময় তারা আমাদের উপর চড়াও হন মারতে। জোর করে রেখে দেন আমাদের দুইটি মটর সাইকেল। তবে ওই ধরনের চিকিৎসা আপনারা দিতে পারেন কি, এমন প্রশ্নে তিনি কোন সদোত্তর দেননি।

ওই দুই চিকিৎসকের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন কোটচাঁদপুরের দোড়ার হঠাৎ পাড়ার আলতাপ হোসেনের ছেলে ও নাজিম উদ্দীন একই উপজেলার বলরামনগর গ্রামের বাসিন্দা।

উপজেলা প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান বলেন, এ ধরনের চিকিৎসা ওনারা দিতে পারেন না। আমি ভুক্তভোগীদের অভিযোগ হাতে পেয়েছি। তদন্ত করে দেখা হবে। এরপর তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ায় নতুন শনাক্ত ২৪জন, মোট ৬২২

কুষ্টিয়া জেলায় আজ নতুন করে ২৪জনকে আক্রান্ত বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত ৬২২ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হল। এ পর্যন্ত জেলায় মোট ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে মঙ্গলবার কুষ্টিয়া জেলার ১৮০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ২৪ জনকে কোভিড-১৯ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ১৬ জন, ভেড়ামারা উপজেলায় ৬জন, মিরপুর উপজেলায় ১ জন ও কুমারখালী উপজেলায় ১ জন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবরিসক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার জানান, সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন মোট ২৩২ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছে চিকিৎসাধীন ৩৪৭ জন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৩ জন।

এছাড়াও জেলায় মোট ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।